

বগিত একশত বছরের মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন ঘটনাটি ঘটেছে সটেইছিল। বিশ্বে দুটি বিশিষ্ট বশক্ তরি ঘাঝে একটরি পরাজয় এবং বলিপ্ তটি বিশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় রকের্ ড। এবং সবে ইতিহাস নর্ যতি হয়ছিলি আফগানগানদের হাতে। বলিপ্ ত সবে বিশিষ্ট বশক্ তটিছিল। সবে ভয়িতে রাশিয়া। আফগান যবে জাহদিগণ দীর্ ঘ ১০ বছরের যুদ্ ধে সবে ভয়িতে রাশিয়ার এতটাই অর্ থনতৈকি রক্ তক্ ঘরণ ঘটয়িছিলি যবে দেশেটরি পক্ ষে তার বিশাল দহে নয়ি টেকি থাকাই সম্ ভব হয়নি। সদনি জটিছিলি আফগান যবে জাহদিরা। সটেই তন্ য কনে দেশেরে সাথে কৈ য়লশিন করে নয়। সবে বজিয়েরে ফলে ডজন খানকে স্ বাধীন রাষ্ ট্ রেরে জন্ ম হয়ছিলি। তখচ সবে ভয়িতে রাশিয়া চীনেরে যত জনসংখ্ যায় বিশ্ বেরে সবচেয়ে বড় দেশেটকি আদর্ শকি দখলে নয়িছিলি। দখলে নয়িছিলি ইউরোপেরে অর্ ধকে রাষ্ ট্ রকে।

এর পূর্ বেরে শতাব্দতি তথা উনবিশ শতাব্দতিও তারা আরকেটি বিশিষ্ট বকের্ ড গড়ছিলি। সটেইছিলি, সবে সঘয়েরে বিশ্ বেরে একমাত্ র বিশিষ্ট বশক্ তগি রটে ব্ রটিনেকে শে চনীয় ভাবে দুই বার পরাজতি করছিলি। একবার তে। হামলাকারবি ব্ রটিশি সনোদলকে সম্ পূ র্ ণ নশি চহি ন করে দয়িছিলি। পালয়িবে প্ রাণে বখেছিলি মাত্ র কয়কজন। তখন তাদের জনসংখ্ যা আজকেরে বাংলাদেশেরে একটা জিলেরে সমানও ছিলি না। তখচ তাদের চেয়ে ৬০ গুণেরেও বেশী জনসংখ্ যা নয়িবে পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে ১৯০ বছর ব্ রটিশিরে গে লামী করছে। আফগান যবে জাহদিগণ এবার বজিয়ে হ্ যাট্ রকি করত য়াচছে। বিশিষ্ট বশক্ তরি উপর এটি হববে তাদের ত্ তীয় বজিয়। তারা পরাজতি করত য়াচ ছে শু ধু মার্কনি বাহনীকে নয়, ন্ যাট্ রে সম্ মলিতি বাহনীকে। একবিশ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি হববে আরকে নয়িবে রকের্ ড। পরাজয়েরে সবে ঘন্ টা বজে উঠছে পাশ্ চাত্ ঘেরে মডিয়িত। ব্ রটিনেরে গার্ ডিয়ান পত্ রকির প্ রখ্ যাত কলামস্ ট্ সাইমন জনেকনি স্ সটেই স্ স্ পু ষ্ ট করে লখিছনে গত ২০ই আগষ্ টেরে সংখ্ যায়। তার মতে, আফগানসি তান ন্ যাট্ রে কনে ভবষি য় নই। তারা যবে পরাজতি হ্ চ ছে তা নয়িবে আর সাযান্ যতম সন্ দহেও নই। তার কথায়, মার্কনি যু ক্ তরাষ্ ট্ র যদকি থাও আরকে ভয়িতে নাযেরে দকি দ্ রু ত ধাবতি হয় সটেই আফগানসি তান। সমগ্ র বিশ্ বেরে লডাকু জহিদিদেরে জন্ য বড় কাঙ্ খতি স্ থানটি প্রখন আর ইরাক নয়, সটেই আফগানসি তান। ন্ যাট্ রে পরাজয়েরে সবে স্ র ধ্ বনতি হয়ছে ব্ রটিনেরে ইনডপিনেডনে ট পত্ রকির প্ রখ্ যাত কলামস্ ট্ রবার ট ফসি করে লখোতও। ২০০১ সালের অক্টে বরে মার্কনি বাহনী দেশেটকি দখলে নলিওে শূ রু তই তারা ব্ বাত য়ে প্যরে দেশেটকি নয়িন্ ত্ রণে রাখা তাদের একার পক্ ষে সম্ ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশেট নিয়িতন্ ত্ রণেরে দায়ভার চাপায় ন্ যাট্ রে উপর। ফলে হাজরি করে প্ রায় ৪০টি দেশেরে বহু জাতকি ৭০ হাজার সনৈ যক। এখন দাবী উঠছে, আরো সনৈ য চাই। বাড়তি সনৈ য সংখ্ যা বজিয়েরে সম্ ভাবনা কি আদো বাড়াবে? পু ক্ রে মাছেরে সংখ্ যা বাড়লে যমেন শকিরীর ম। স্ য শকিরে স্ বাধি হয় তমেন স্ বাধি হববে তালবোনদেরে। সাবকে মার্কনি প্ রসেডিনে ট জমিকার টারেরে নরিাপত্ তা বধিয়ক পরামর্ শদাতা মবি ব্ রজেনিসি ক বিলছনে, আফগানসি তানে সনৈ য বাড়িয়ে কনে লাভ হববে না। বরং এতে আফগানদেরে ক্ রে। খ বাড়বে।

হতাশা ফু টে উঠছে এমনি আফগানসি তানে মার্কনি বাহনীর কমান্ ডারেরে সাম্ প্ রতকি বক্ তব্ যও। তনি বিলছনে, যবে জাহদিদেরে নরিাপদ আশ্ রয়কনে দ্ র ধ্ বংস ও পাক-আফগান সীমান্ ত দয়িবে তাদের তনু প্ রবশে বন্ ধ করত যবে না পারলে বজিয় অসম্ ভব। যবে জাহদিদেরে নরিাপদ আশ্ রয়কনে দ্ র বলত যবে তনি বি ঝয়িছনে পাকসি তানের সীমান্ ত প্ রদশে ও বলে চপি তনকে। কনি তু সটেই কি সম্ ভব? সটেই সম্ ভব নয় বলই নশি চতি বলা যায়, আফগানসি তানে তাদের বজিয়ও অসম্ ভব। মার্কনি যু ক্ তরাষ্ ট্ র তার নজি সীমান্ তে বিশাল উণ্ চু দেওয়াল ও বদৈ যু তকি তারেরে বডো দয়িবে প্ রতবিশী মকে স্কি। থকে বটোইনী তনু প্ রবশেকারদিদেরে প্ রবশে একে দিনেরে জন্ যও রু খতে পারনে। যবে যান্ য আটলান্ টকি বা প্ রশান্ ত মহাসাগর অতিক্ রম করত যবে প্যরে তারা কি একটা দেশেরে সীমান্ তও অতিক্ রম করত যবে না? প্ রতবিছর হাজার হাজার মকে স্কিন প্ রবশে করছে যু ক্ তরাষ্ ট্ রে। আর পাক-আফগান সীমান্ ত সমভূ মনিয়, সম্ দ্ র-ঘরোও নয়, বরং দুর্ গম পাহাড়-পর্ব ত ও বনজঙ্ গলে ঘরো। ফলে এ সীমান্ ত পাহারা দেওয়া অসম্ ভব। বহু হাজার মাইল বসি ত্ ত পাহাড়

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

পৰ্বতেরে কে না কে না দয়ি়ে কে কভিাবে প্ৰবশে করছে স্টেটিকিয়কে লক্ষ সীমান্ত প্ৰহরী দয়ি়েও কবি়ুখা সম্ভব? স্টেটিকি দখলদার রুশ বাহিনী পারনো। ভারত শাসনকালে ব্ৰিটিশরাও পারনো। ন্যাটো বাহিনীও পারছে না। তখচ ন্যাটো সো পাহারাদাররি দায়িত্ব চাপাচ্ছে পাকিস্তানের উপর। পাকিস্তানের সো অর্থ, খবল, লোকবল, মনবল - কোনটাই নাই। ভারতের সাথে তার নজিরে সীমান্ত পাহারা দতিই পাকিস্তান হযিসীম খাচ ছে। সম্ভবত কাশ্মীর অশান্ত হওয়ায় তার দুশ্চিন্তা আরো বেড়েছে। ফলে তারা কনে নজি খরচাে আফগান সীমান্ত পাহারা দবি? এটি তি। আফগান সরকার ও মার্কিনীদের কাজ। মার্কিনীদের চাপে তাদের তনুগত বন্ধু জনোরলে মোশাররফ তবুও বহু চেষ্টা করছে, কনি্তু পারনো। তখচ মোশাররফেরে সো ব্ৰততা মার্কিন প্ৰশাসন মনে নতি পারনো, বলছে মোশাররফ একাজে আন্তরিকি ছিলি না। এখন তালবানদেরে শক্তিবৃদ্ধি জনি় দোষ চাপয়ি়েছে পাকিস্তানের সরকার ও তাদের গে মনে দা সংগঠন আইএসআইয়ের উপর। শেষেদকিে বৃশ প্ৰশাসনেরে ক্বে এতটাই বেড়েছেলি যে মোশাররফেরে অপসারণেও সায় দয়ি়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে নজিরোই বহুবার বেমা বর্ষণ করছে এবং বহু নরিপরাধ নরিহ মানুষকে তালবান বলে হত্যা করছে। আর এভাবে পাকিস্তানের রাজনীতকিে আরো অস্থিতিশীল করছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মার্কিনি বেমা বর্ষণে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব যতোবো লংঘতি হলো। স্টেটিকি পাকিস্তানেরে কে না সরকারেরে পক্ষ মনে নেওয়া সম্ভব। এতে পাকিস্তান সরকারেরে পক্ষ তন্ত কঠিন হযছে মার্কিনীদেরে পক্ষ নেওয়া। এতে তালবান বাহিনীর রিক্টিমেন্ট ও সমর্থণ বেড়েছে প্ৰচন্ড ভাবে, এবং স্টেটিকি বাঘাচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানেরে রণক্বেতে রে। তালবানরা যে শুধু আফগানিস্তানেরে ৭০% দখলে নয়ি়েছে তাই নয়, পাকিস্তানেরেও সীমান্ত প্ৰদশে ও বলে চিপ্তানেরে বিশাল পাহাড়ী এলাকাও নজি দখলে নয়ি়েছে। পাকিস্তানেরে পুলশি বা প্ৰশাসনেরে কর্মকর তাদের প্ৰবশে স্থানে অসম্ভব। পাকিস্তান সনোবাহিনীকেও যতোে হয় হলেকিপ্টির গানশপি ও ভারিকামান নয়ি়ে। স্টেটিকি কয়কে দনিরে দখল জময়ি়ে রাখার জনি়।

ন্যাটোর ব্ৰততা প্ৰকটি ভাবে প্ৰকাশ পয়েছে চলতি সপ্তাহে। দেশেরে গ্ৰামীন এলাকা যে হাতছাড়া হযে গেছে তা নয়ি়ে এমনকি বৃশ-ব্ৰাউন-সারকে যি চক্ৰেরেও দ্বেষিত নাই। এমনকি ঔপনবিশেকি চতেনার খারক ব্ৰিটিনেরে ডেইলী টেলিগ্ৰাফও তা নয়ি়ে দ্বেষিত করনো। তবে তাদেরে বশি় বাপ ছিলি, সম্ভবত আফগানিস্তানেরে উপর নয়িন্ত রণ না থাকলেও তন্ত কাবুল ও তার আশপোশেরে এলাকার উপর ন্যাটো নরিপত তা প্ৰতিষ্ঠা করতে পরেছে। এ সপ্তাহে প্ৰমাণ হল, কাবুলেরে অতিকিাছেও তারা কতটা নরিপত তাহীন। পাশ্চাত্য প্ৰচার মাধ্যম ছবি ছাপছে, মোটির সাইকলে, খেলা জপিে চেপে মোজাহদিগণ কভিাবে কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়য়ে - যা পাকিস্তানে সীমান্তেরে দকিে যাওয়ার প্ৰধান সড়ক - তার আশপোশে প্ৰকাশ যোে চলাফরো করো। গত ১৭/০৮/০৮ তারখি কাবুল থেকে সামান্য দূরে ফরান্সেরে ১০ জন সনৈকিকে তারা হত্যা করছে এবং মারাত্মক ভাবে আহত করছে ২১ জনকে। পরদকিে পাকিস্তান সীমান্ত থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে বিশাল মার্কিনি ষাটিকি ষাম্প সালমেেরে সম্মুখ ভাগে হামলা হযছে। নহিত হযছে ১৩ জন মারা মার্কিনীদেরে জনি় করতো, আহত হযছে আরো ২২ জন। গত ৭ই জুলাই বশি় বস্তু হযছে কাবুলেরে ভারতীয় দূতাবাস। সো বেমা হামলায় মারা যায় ৪১জন।

তবে যতই বাড়ছে প্ৰতিরোধ ততই মারমুখী হচ্ছে ন্যাটো বাহিনী। গত ২০/০৮/০৮ তারখি মার্কিনি বাহিনী হরিাত প্ৰদেশেরে সনিদান্দ জলোতে ৭৬ জন বসোমরকি নাগরকিকে হত্যা করছে। নহিতদেরে মধ্যযে ১১ জন মহলিা এবং ৫০ জন শশি়। আর এ তখ্য প্ৰকাশ করছে আফগানিস্তানেরে স্বেচ্ছা স্বেচ্ছা দফতর। তবে আল-জাজরিা স্খনীয় ব্বেষক্দিদেরে বরাত দয়ি়ে খবর দয়ি়েছে, এ হামলায় মারা গেছে ১০০ জনেরেও বেশি। এখন আর শুধু তদন্ত নয়, তারা দয়ি়ে ব্বেষক্দিদেরে শাস্তি দবি়ে করছে। এর ক'দনি আগে ১১ই আগস্ট মার্কিনি বমি়ন হামলায় নহিত হযছে ১২ জন বসোমরকি নাগরকি। একমাত্র গত ৮ মাসই তারা ১ হাজারেরে বেশি বসোমরকি ব্বেষক্তিকিে হত্যা করছে। কথা হলো, এমন হত্যা পাগল মার্কিনীরা আফগানিস্তানকে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন উপহার দবি়ে স্টেটিকি কেটে বশি় বাপ করবে? তন্ত আফগানরা স্টেটিকি আর বশি় বাপ করো না বলই এখন তারা তাদের থেকেই তারা মুক্তি চায়। আফগানদেরে কাছে জীবন বাঁচানই এখন বড় ইস্যু হযে দাড়াইছে।

বলা হযে থাকে, নজিরক ও পনে টাগণে ২০০১ সালেরে ১ই সপ্টেম্বর যে হামলা হযছিলি আফগানিস্তানে মার্কিনি হামলার পরকিল্পনা হযছিলি তারপর। কথাটি ঠিকি নয়। পরকিল্পনা হযছিলি নব্বইয়েরে দশকই। একথা সত্য, সো ভয়ি়েতে রাশিয়ার

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

লড়াইয়ে যার কনিষ্ক তরাষ্ট্রর মতো জাহাদিদের সাহায্য করছে। তবে সে সাহায্য নশির্ভব ছিল না। তাদের আশা ছিল যে ভয়িত রাশিয়ার পরাজয়ের পর আফগানিস্তান তাদের তানুগত থাকবে। কনিষ্ক তালবোনদের কৃষমতায় যাওয়ায় যার কনিদদের সে পরত্যাশা পূরণ হয়নি। আর এ কারণে তাদের অপসারণও যার কনিদদের লক্ষ্য হয়ে দাড়াই। এবং স্টেট নিউয়র্ককে হামলার বহু পূর্ববহিঃ স্টেটিকোন গোপন বিষয়ও ছিল না। নডিজ উইক ও ওয়াশিংটন পোস্টে তা নিয়ে একাধিক নবিন্দ্র ছাপা হয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্টের পৃথক পৃষ্ঠায় ছাপা হয়, সাতাইএ সখোনে ১৯৯৭ সাল থেকে তালবোন সরকার উচ্ছদের লক্ষ্যে কাজ করছিল। ২০০১ সানের ৩রা অক্টোবর ওয়াশিংটন পোস্ট খবর ছাপে, কলিন্টন প্রশাসন এবং পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ১৯৯৯ সালই বনিলাদনে হত্যার পরকিল্পনা করছে। কনিষ্ক স্টেটসিভব হয়নি। তার আগাই জনোরলে মশাররফ নওয়াজ শরীফকে অপসারণ করেন। জনোরলে মশাররফ আর সে পরকিল্পনা নিয়ে এগুয়নি ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত জনেস ইন্টারন্যাশনাল স্কিউরিটির ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও রাশিয়ার সহযোগিতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রর তালবোন সরকারের অপসারণে চেষ্টা করে। এ লক্ষ্য পূরণে যুক্তরাষ্ট্রর তাজকিস্তান ও উযবেকিস্তানে অবস্থিতি তাদের ঘাটখিকে নর্দার্ন অ্যালায়ন্সকে বিপুল অস্ত্র জোগাতে থাকে। ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল ২০০০ সালের ২রা নভেম্বর খবর দেয়, তালবোন সরকার হটানোর লক্ষ্যে সাতাইএ বছে নয়ে যার কনিষ্ক তরাষ্ট্রের সাবকে পরত্রিক্ষা উপদেষ্টা রবার্ট ম্যাকফারলেনকে। তিনি তালবোন বরিয়েধী সাবকে মশাহাদিনতো আব্দুল হক ও আহম্মদ শাহ মাসুদকে বছে ননে এবং সে পরকিল্পনা হয়েছিল টাইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার তনকে আগাই। কনিষ্ক যার কনিদদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কারণ, এ দুইজনই নহিত হয় তালবোন সরকারের হাতে। আহম্মদ শাহকে হত্যা করতে সাহায্য করছে একজন আলজেরিয়ান মশাহাদি।

তন্বদের ঘাড়ে অস্ত্র রাখতে উদ্দেশ্য সাধনই যার কনিদদের পৃথক প্রায়েরটি। লক্ষ্য, নজিদের অর্থ ও রক্তক্ষয় কমানো। কনিষ্ক তালবোনদের বরিন্দ্র থেকে সে কৌশল সফল হয়নি। ফলে নজিদেরই নাঘতে হয়েছে। এবং স্টেট শুরু ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর, টাইন টাওয়ার ও পেন্টাগন বধিৎস হওয়ার ১ মাস পর। শুরুতেই ঘেষা দয়িছিল, হামলার লক্ষ্য আল-কায়দা নতো বনিলাদনে ও তালবোন নতো মেল্লা ওমরর গরফতার এবং আল কায়দাকে ধ্বংস করা। কনিষ্ক বগিত প্রায় ৭ বছরে সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এখন তাদেরকে গরফতার বা হত্যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বোম্বার ঘরে ছড়িয়ে পড়লে তার আবিস্কারককে হত্যা করে লাভ হয় না। তবে ন্যাটো বাহিনী সফল হয়েছে কয়েক লক্ষ নরিপরাধ মানুষ হত্যা। হাজার হাজার বোম্বা ফলেছে বসত গৃহে, হাটবোজারে এমনকি বিবাহ মজলসি। সমগ্র দেশে পরণিত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে ৭ বছর লাগাতর যুদ্ধের পরও ন্যাটো বাহিনী দেশটির উপর নশিত্রণ বাড়তে পারেনি। বরং কমছে তনকে। ২০০১ সালে যে নশিত্রণ ছিল, ২০০৮ সালে তা নাই। শূন্য বড়িয়েছে কবর, ধ্বংসস্থল ও পণ্ডমানুষের সংখ্যা। কবরে কবরে ভরে উঠছে গোরস্থানগুলো। এগুলো পরণিত হয়েছে ন্যাটো-বরবরতার পরীক। ৭ বছর আগে যে নরিপত্নতা পতে এখন সে নরিপত্নতার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এমন কবিাজখানী কাবুলেও নয়।

তালবোনদের কৃষবরুধমান শক্তিবিন্দ্রি কারণ জনসমর্থন। মাছ যমেন পানতি ইচ্ছামত সাংতার কাটে মশাহাদিরাও তমেনা জনসমর্থনের কারণে অস্ত্র কাংখে রাপ্তাঘাটে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। ফলে তালবোন ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্র জনগণকে। আফগানিস্তানে যত মুসলিম দেশে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা পতে হলে যে কনিষ্ক লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামি হতে হয়। তখন সে যুদ্ধে সাধারণ মুসলমান শূন্য মৌখিক সমর্থনই দেয় না; অর্থ, সময় এবং রক্তও দেয়। রুশদের বরিন্দ্র থেকে স্টেটই প্রমানতি হয়েছে। এখন আবার স্টেটই দ্বিতীয়বার প্রমানতি হচ্ছে। ইসলামে নছিক যুদ্ধ বলে কনিষ্ক পরশিব্দ নাই। ঘটে আইছে স্টেটিল্পো জুবহিদ। মুসলমানের পরতটিকর মকে যমেন হালাল হতে হয়, তমেনা পরতটিক যুদ্ধকে জুবহিদ হতে হয়। সযকে লার বা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে প্রাণদান দুর্বে থাক সামান্য অর্থদানেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আগ্রহ থাকে না। এটি অপচয়। এমন যুদ্ধে যে গদয়ে নছিক পশোদার বতেনভোগিও ধর্ম তে ও গকিরশূণ্য সযকে লাররো। কনিষ্ক জুবহিদ সর্ব-মুসলমানের। ধর্মপ্রাণ মুসলমান তখন দগিাদিক থেকে ছুটে আসে পণ্ডগপালরে যত। তারা যে গদয়ে নজি-খরচে। রুশ-দখলদারি আমলে একই কারণে আফগানিস্তানের জুবহিদে মশাহাদিরা ছুটে এসেছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলো থেকে। আফগানিস্তানে আজও স্টেটই হচ্ছে। কারণ মুসলিম বিশ্বে এমন বৃষ্কতদের সংখ্যা কম নয় যারা নাঘাষ-রোঘা, হজ্ব-ঘাকাতরে পাশাপাশি ইসলামের সর্বোচ্চ ইবাদত জুবহিদদের বিশুদ্ধ কৃষতে রও থুংজে। এমন কৃষতে রপলে তারা নজি উদ্ঘেগে উড়ে আসে। ভোগলিকি বাধা কনিষ্ক বাধাই নয়। এজন্যই তালবোন

বাহনীর লড়াইকে মৌজাহদিদের আভাব হচ্ছিল না। রুশ বাহনীর দখলদারি আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ন্যাটো বাহনী সমস্যা হল তারা ইসলামের আত্মমৌলিক বস্তুকেও বুঝতে পারেনি। একটামু সলিমি দেশে তামু সলিমি দখলদারি এবং গণহত্যা যা জুবহিদদের বিশুদ্ধ বৈধতা দিয়ে সোপান ঘটিয়ে জাফগান কামিয়ার কনিদদের আছে? এত জাফগান কারণে বুঝতে পারেনা, আফগানিস্তানের জুবহিদকে কেনে আরব, পাকিস্তানি, চচেনে, উজবেকে বা উইগুর চাইনজি মৌজাহদি লড়াইয়ে ভাবছে, সন্তরাপী বলতে গালগিলাজ করলে বা গায়ানতেনামে। বের ভয় দেখলেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ভুলে যায়, ৪০টিরও বেশী তামু সলিমি দেশেরে ৭০ হাজার সৈন্য ন্যাটোর পতাকা তলে কাঁধে কাঁধ মলিয়ে লড়াইয়ে আফগানিস্তানে। তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণের। এসেছে তন্য গোলার্ড ও বিশ্বে তন্য কণে থেকে। ভাষা, বর্ণ ও ভুলে কনো বাধাই সৃষ্টি করছে না। এখন প্য়ান-পাশ্চাত্যবাদ হলো। তাদের রাজনীতি, প্য়রতিরিক্শা ও পররাষ্ট্ৰনীতি। এর র্আও গভীরে রয়েছে তাদের প্য়ান-খ্ৰিস্টবাদ। অথচ তারা ভুলে যায়, তাদের এ প্য়ান-পাশ্চাত্যবাদ, প্য়ান-খ্ৰিস্টবাদ ও তার প্য়তীক ন্যাটোর মৌকাবেলয়ে আফগানিস্তানে স্টেটপ্য়রবল কাজ করছে স্টেটহিলে। প্য়ান-ইসলামজিম। ভাষা, বর্ণ বা ভৌগলিক সীমারখোর উর্ধ্বে উঠে যবে প্য়রতিরিক্শা লড়াই তারা লড়াইয়ে স্টেট তাদের নছিক রাজনীতিনয়, পররাষ্ট্ৰনীতিনয়, মৌলবাদও নয়। ইসলামে এটী সর্ব্বোচ্চ ইবাদত। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্ব পালনে শহীদ হয়ে গেছেন।

আফগানিস্তানে মার্কনি বাহনীর যুদ্ধেরে একটীগুরুত্ব বপূর্ণ কারণ হলো। অর্থনৈতিক। মধ্য প্রশিয়ার তলে ও গ্য়াসেরে খনতিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের রাষ্ট্রদরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য প্রশিয়ার নব্য আবিষ্কৃত তলে ও গ্য়াস খনি প্য়ায় ৭৫% এখন মার্কনিদের হাতে। স্খলাভূমি দ্বারা পরবিষেটী এ এলাকার তলে ও গ্য়াস নিয়ে আসার জন্য আফগানিস্তানের উপর দিয়ে তারা তলে ও গ্য়াসেরে পাইপ স্খাপন করতে চয়েছিল। তালবোনদের ক্শমতায় থাকার কারণে স্টেটী সম্ভব হচ্ছিল না। এজন্য তাদেরকে হটানো। জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধেরে সবচেয়ে গুরুত্ব বপূর্ণ কারণটি তন্যত্ব। সৌভিয়েতে রাশিয়ার দখলদারি মূক্ত করতে গিয়ে সমগ্ৰ আফগানিস্তান পরণিত হয়েছিল জুবহিদদের ইনস্টিটিউশনে। সৌ ইনস্টিটিউশন পরটির যা দটি ছিল জুবহিদী চতেনার। ইসলামেরে বপিল্বী আদর্শ যবে কত শক্তিশালী স্টেটেরি প্য়মাণ তারা ময়দানে দটি ছিল। ইসলামকে দ্বুত একটী আদর্শিক শক্তি হিসাবে খাড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদনি ছাড়া ভূপৃষ্ঠেরে বুকো আর কনো দেশে এত মৌজাহদি ও শহীদ পয়দা হয়নি। তাদের কনো ভৌগলিক সীমারখোও ছিল না। নানা ভাষাভাষিমানুষ এখানে এক মৌহনায় এসে উপনতি হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চচেনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সৌভিয়েতে রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টার গটে রূপে বছে নিয়েছিল মার্কনি আধিপত্যবাদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবিরগ তালবোনদেরে এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যেরে স্খার্ড ও মূল্যবোধেরে প্য়রতি এটিকি তারা হুমকিরি পূর্বে মনে করবে। মুসলিমি দেশে গুলতিয়ে ব্য়ভচারেরে প্য়রণদন্ড মলিববে, মদ্যপানে শাস্তি হিববে, নষিদি খ হববে নাচগান, উলঙ গতা, বৌজাইনী হববে সূদী শোষণ ও কায়কারবার - এমনটি তাদের কাছেরে গ্য়রহনযোগ্য ছিল না। কারণ এগু লেই তো। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরি মূল শক্তি। সাম্ রাজ্যেরে বপিতার না হোক, তন্যতঃ এগু লকি তারা বিশ্বে ময় করতে চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব হটে হয়ে যায়। তারা চায়, বিশ্বে কনো অভিনিন্য মানচিত্রেরে আঁতায় আনতে না পারলেও একটী অভিনিন্য মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিরি আঁতায় আনা। তাছাড়া তাদের বচিত্রণত বিশ্বে ময়। তারা যখনো ময় মদ্যপান, ব্য়ভচার, স্খুদখে রীর ন্যায় আত্মঘাতপ্য়গু লে। সাথে নিয়েই যায়। বিশ্বে ৫৫টিরও বেশী মুসলিমি দেশে সগে লনিষিদি খ হলো তাদের বাঁচাই নরিনন্দ হববে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরি এভাবে বিশ্বে ময় প্য়চার করার প্য়য়াসকে বাধা প্য়ত করছিল তালবোনরা। শ্খু আফগানিস্তানেই নয়, তন্যমান্য মুসলিমি দেশেও। তালবোনদেরে উচ্চদে এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবিরগেরে কাছেরে ছিল এতটা গুরুত্ব বপূর্ণ। এবং স্টেটী গৌপন বসিয়েও ছিল না। মার্কনি প্য়সেডিনেট জরুজ ব্য়শ এবং প্য়রাক্তন ব্য়টিশি প্য়রধানমন্ত্ৰী ব্য়লয়োর বলছেলিনে, এটি হিলে। দুটী মূল্যবোধেরে যুদ্ধ, এবং ন্যাটো লড়াইয়ে সৌ মূল্যবোধেরে বজিয়ে। একই যুক্তিতে প্য়সেডিনেট পদপ্য়রার্থী বারাক ওবামা বলছেন, পাশ্চাত্যেরে মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। ব্য়টিশি প্য়রধানমন্ত্ৰী ব্য়রাউন বলছেন, আফগানিস্তান হলো আসল ফ্য়নটলাইন। একই মত ফ্য়রান্সেরে প্য়সেডিনেট ও জার্মান চ্য়ান্সেলরেরেও। এভাবে এ যুদ্ধ মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রেরে একার যুদ্ধ থাকেনি। পরণিত হয়েছো ইসলামেরে বরিদ্ধে সমগ্ৰ পাশ্চাত্য খ্য়টান জগতেরে যুদ্ধে। এ যুদ্ধ জায়েজে করতে গিয়ে প্য়সেডিনেট ব্য়শেরে মূখ দিয়ে একবার ক্য়সডে শব্দটিও বের হয়েছিল। তাই যুদ্ধেরে শুরুতে বনি লাদনেককে হত্যা করা প্য়য়াসে। রাটী বিলে যবে শোনা করা হলো এত জার স্টেটী মূখে আনা হয় না। এখন স্টেটী শরয়িত আইনেরে উচ্চদে, জুবহিদী ইসলামেরে বনিশ। তালবোনদেরে অপরাধ শ্খু এ নয় যবে তারা বনি লাদনেককে আশ্য়রয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরয়িত প্য়রতিষ্ঠা করেছিল। এবং জহোদকে বিশ্বে ময় করতেছিল।

Written by ফরিদে জে মাহুবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

এজন্যই ন্যাটোর যুদ্ধ শূন্য সাফরকি নয়; আদর্শকি এবং সাংস্কৃতিকি। ইসলামের মৌলিকি বশি বাসগুলে একে মৌলবাদ বলে সগেলে রাই বলিপু তিচায়। ফলে তারা শূন্য বে মারু বমিয়ান, টাংক ও গেলোবারুদ নয়ই সখোনো হাজারি হয়নি, হাজারি হয়েছে শক্ তশিলী প্ রচার মাধ্ ঘম, স্ যকে লার মডলেরে স্ ক ল, মদ, অশ্ ললি ভারতীয় ও হলডিডরে ছায়াছবিও অসংখ্ য স্ যকে লার এনজিও নয়িও। এনজিওগু লে। বাংলাদেশেরে মহলিদরে যমেন রাস্ তায় নাময়িছে এবং লেনে দেওয়ার নামে স্ দ থাওয়ার ন্ যায় তাতী জঘন্ য হারাম কাজকে সংস্ ক্ তিবানয়ি ফলেছে স্ টে তারা আফগানস্ তানেও করতে চায়। ইসলাম এমনকি ইজ্ বরে ন্ যায় ফরয কাজেও মহলিদরে একাকী যতে দেয় না। অথচ এনজিও গুলিমহলিদরে একাকী গাছ পাহারায় নাময়িছে, দে কানো বসয়িছে। য়ে মূল্ যবে াধের কারণে ঢাকা বা মূল্ বাইয়ে পততিব্ ত্ তি বা ব্ যভটিার যমেন শাস্ তি য়ে াগ্ য অপরাধ নয় বরং আইনসদি ধ একটি পেশা, স্ টে তারা আফগানস্ তানেও দেখতে চায়। আরো দশটি পিণ্ যেরে ন্ যায় নারী দহেকেও সহজে কনো-বচোর পণ্ য়ে পরণিত করতে চায়। তাদের কাছে ব্ যভটিারদিরে পাথর মেরে হত্ যার কে ারআন আইন অমানবকি। তালবোনদরে পরাজয়ের পর বজিযী শক্ তি তাই য়ে াষণা দয়িছেলি, আর যাই হকৈ শরয়িতরে আইন তারা প্ রতষ্ ঠিতি করতে দেবে না। হামলার লক্ ষ্ য য়ে নছিক বনি লাদনে ও মৌ ল্ লা ওমররে হত্ য়া নয় বরং ইসলামেরে বধিয়ান ও মূল্ যবে াধেরে নরি মূল্ স্ টেই স্ দেনি প্ রকাশ পয়িছেলি। তাদের কথা, ইসলামকে জহিদমূ ক্ ত করতে হব। কারণ, এ জহিদী চতেনাই পাশ্ চাত্ যেরে আখপিত্ য বস্ তিররে পথে বড় বাখা। জহিদী চতেনার শক্ তি তারা স্ বচক্ য়ে দেখেছে রাশয়ির বরি দু ধে। দেখেছে লবোননে। য়ে ইসরাইলী সাফরকি শক্ তিরি বরি দু ধে মশির, সরিয়ী ও জর্ দানের মলিতি বাহনী এক সপ্ তাহ্ টকিতে পারনেসে ইসরাইলী বাহনীকে তনি সপ্ তাহ্ যাপী রু খছে হজিবুল্ লাহ। একই শক্ তিবলে হামাস ইসরাইলীদরে বতিডিতি করছে গাজা থেকে। এ জ্ বাহিদী চতেনা-সম্ পন্ ন ইসলামকে তারা বলে মৌলবাদ। মূল্ সলমানরো কনো ধরণেরে অস্ ত্ র বানাবে বা ব্ যবহার করবে স্ টে য়ে মেন নরি ারণ করতে চায় তমেন ইসলামেরে কনো শক্ ষাক্ গ্ রহন করবে বা বর্ জন করবে স্ টেও তারা নরি ারণ করে দতি চায়। আফগানস্ তানে ন্ য়াটোর যুদ্ধ কনো জাতয়িতাবাদী শক্ তিরি বরি দু ধে নয়, কনো জাতীয় সরকারেরে বরি দু ধেও নয়। বরং স্ টেইলে। ইসলাম ও ইসলামি মূল্ যবে াধেরে বরি দু ধে। এখাই তালবোনদরে বড় সাফল্ য। পপ্রিলেও স্ টে পারনে। কাশ্ মরীরাও এ যাবত পারনে। (অবশ্ য কাশ্ মরীরা ইদানি জাতয়িতাবাদ ছুড়ে ইসলামেরে দকি আসছে। তারা এখন শ্ লে াগান দটি ছে 'আজাদীকা মতলব কয়ী? লা ইলাহা ইল্ লাল্ লাহ') অথচ তালবোনরা এ যুদ্ধকে ইসলাম ও অনসৈলামেরে যুদ্ধে পরণিত করছে। পরণিত করছে স্ যকে লারজিয ও জাতয়িতাবাদমূ ক্ ত এক নরি ভেজাল জ্ বহিদে। এমন যুদ্ধে মহান আল্ লাহও তাদের পক্ য়ে হয় যান। নবীজী (সাঃ)র আমলেও এমনটিও হয়ছেলি। তালবোনদরে বশি বাস, আল্ লাহর সাহায্ য ও বজিয তৌ এ পথেই স্ নশ্ চতি হয়। কথা হলো, ন্ য়াটোর বমিয়ানগু লে। আফগানদরে অসংখ্ য বাড়ী-ঘর ও দে কানপাট গু ড়য়িে দতি পারলেও এ বশি বাসকে তাক করে কৈ একটি গে লাও ছু ড়তে পরেছে? ২৩/০৮/০৮

আফগানস্ তানে ন্ য়াটোর অত্ যাসন্ ন পরাজয়
ফরিদে জে মাহুবুব কামাল

বগিত একশত বছরের মানব ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ য়ে ঘটনাটি ঘটছে স্ টেইলে। বশি বরে দু টি বশি বশক্ তিরি মাঝে একটিরি পরাজয় এবং বলিপু তি। বশি শতাব্ দরি ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় রকের ড। এবং স্ টে ইতিহাস নরি যতি হয়ছেলি আফগানগানদরে হাত। বলিপু ত স্ টে বশি বশক্ তটিইলে। স্ টে ভয়িতে রাশয়ি। আফগান য়ে আজদিগণ দীর্ য ১০ বছরেরে যুদ্ধে স্ টে ভয়িতে রাশয়ির এতটাই অর্ থনতৈকি রক্ তক্ যরণ ঘটয়িছেলি য়ে দেশেটির পক্ য়ে তার বশাল দহে নয়িে টকি থাকাই সম্ ভব হয়নি। স্ দেনি জতিছেলি আফগান য়ে আজদিরা। স্ টেও অন্ য কনো দেশেরে সাথে কৈ য়লশিন করে নয়। স্ টে বজিযেরে ফলে ডজন

খানকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। তখচ সোভিয়েত রাশিয়া চীনকে মত জনসংখ্যা বর্ষে সবচেয়ে বড় দেশটিকে আদর্শকি দখলে নিয়েছিল। দখলে নিয়েছিল ইউরোপের অর্ধেক রাষ্ট্রকে। এর পূর্ববর্তে শতাব্দীতে তথা উনবিংশ শতাব্দীতেও তারা আরকেটিবিশ্ববরকের ডগড়ছিল। সটেইলো, সৎ সময়েরে বর্ষেরে একমাত্র বর্ষবশক্তিগ্ৰটে বর্টিনেকে শেচনীয় ভাবে দুইবার পরাজতি করছিল। একবার তে। হামলাকারি বর্টিশি সনোদলকে সম্পূর্ণ নশিচহি ন করে দয়িছিল। পালয়ি প্ৰাণে বেংচছিল মাত্র কয়কেজন। তখন তাদের জনসংখ্যা আজকেরে বাংলাদেশেরে একটা জেলোর সমানও ছিল না। তখচ তাদের চয়ে ৬০ গুণেরেও বেশী জনসংখ্যা নিয়ে পাক-ভারত-বাংলাদেশে উপমহাদেশে ১১০ বছর বর্টিশিরে গে লেমী করছে। আফগান যোজাহদিগণ এবার বজিয়ে হ্যাট্রিকি করতে যাচ্ছে। বর্ষবশক্তি উপর এটি হবো তাদের তৃতীয় বজিয়। তারা পরাজতি করতে যাচ্ছে শুধু মার্কনি বাহনিকে নয়, ন্যাটোর সম্মিলতি বাহনিকে। একবর্ষ শতাব্দীর ইতিহাসে এটি হবো আরকে নয় রকের ড। পরাজয়েরে সৎ ঘনটা বজে উঠছে পাশ্চাত্যেরে মডিয়িত। বর্টিনেরে গার্ডিয়ান পত্রিকার প্ৰখ্যাত কলামিস্ট সাইমন জনেকনি সটেসি স্পৃষ্ট করে লখিছেন গত ২০ই আগস্টেরে সংখ্যায়। তার মতে, আফগানিস্তান ন্যাটোর কোন ভবিষ্যৎ নই। তারা যো পরাজতি হচ্চে তা নিয়ে আর সামান্য তম সন্দেহও নই। তার কথায়, মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের যদকি থাও আরকে ভয়িতেনায়েরে দকি দ্রুত খাতি হয় সটে আফগানিস্তান। সমগ্র বর্ষেরে লডাকু জহিদিদেরে জন্ম বড় কাঙখতি স্থানটি এখন আর ইরাক নয়, সটে আফগানিস্তান। ন্যাটোর পরাজয়েরে সৎ সুরধ্বনি হয়ছে বর্টিনেরে ইনডিপিন্ডেন্ট পত্রিকার প্ৰখ্যাত কলামিস্ট রবার্ট ফর্সি করে লখোতেও। ২০০১ সালেরে অক্টোবরে মার্কনি বাহনী দেশটিকে দখলে নিলেও শুরুতেই তারা বঝতে পারে দেশটিকে নয়িত্তরণে রাখা তাদেরে একর পক্ষে সম্ভব নয়। ২০০২ সালেই দেশটি নিয়িত্তরণেরে দায়ভার চাপায় ন্যাটোর উপর। ফলে হাজারি করে প্ৰায় ৪০টি দেশেরে বহু জাতকি ৭০ হাজার সনৈ যকে। এখন দাবী উঠছে, আরো সনৈ য চাই। বাড়তি সনৈ য সংখ্যা বজিয়ে সম্ভাবনা কি আদৌ বাড়াবে? পূকুরে মাছেরে সংখ্যা বাড়লে যেনে শকিরীর মস্ স্ শকিরে সুবধি হয় তেনেই সুবধি হবো তালবানদেরে। সাবকে মার্কনি প্ৰসেডিন্ট জর্জি কার্টারেরে নরিপততা বধিয়ক পরায়র শদাতা যি বর্জেনিসি কিলছেন, আফগানিস্তানে সনৈ য বাড়িয়ে কোন লাভ হবো না। বরং এতে আফগানদেরে ক্ৰোধ বাড়বে।

হতাশা ফুটে উঠছে। এমনকি আফগানিস্তানে মার্কনি বাহনীর কমান্ডারেরে সাম্প্রতিকি বক্তব্যেও। তিনি বিলছেন, যোজাহদিদেরে নরিপদ আশ্রয়কনে দ্রুত বংস ও পাক-আফগান সীমান্ত দিয়ে তাদেরে তনুপ্ৰবেশে বন্ধ করতে না পারলে বজিয় অসম্ভব। যোজাহদিদেরে নরিপদ আশ্রয়কনে দ্রুত বলতে তিনি বিবায়িছেন পাকিস্তানেরে সীমান্ত প্ৰদেশে ও বলে চপিতানকে। কনি তু সটেকি সম্ভব? সটে সম্ভব নয় বলেই নশি চতি বলা যায়, আফগানিস্তানে তাদেরে বজিয়ও অসম্ভব। মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের তার নজি সীমান্তে বশিল উগ্চু দেওয়া ও বদৈ যুক্তি তারেরে বডো দিয়েও প্ৰতিবেশী মকে সকি। থকে বতোইনী তনুপ্ৰবেশকারিদেরে প্ৰবেশে একে দিনেরে জন্ম ও রুখতে পারনে। যোমানুষ আটলান্টিকি বা প্ৰশান্ত মহাসাগর অতিক্ৰম করতে পারে তারা কি একটি দেশেরে সীমান্তও অতিক্ৰম করতে পারে না? প্ৰতিবেশীর হাজার হাজার মকে সকিন প্ৰবেশে করছে যুক্তরাষ্ট্রেরে। আর পাক-আফগান সীমান্ত সমভূমিনয়, সমুদ্র-ঘেরাও নয়, বরং দুর্গম পাহাড়-পর্বত ও বনজঙ্গলে ঘেরা। ফলে এ সীমান্ত পাহারা দেওয়া অসম্ভব। বহু হাজার মাইল বিস্তৃত পাহাড় পর্বতেরে কোন কোনা দিয়ে কে কভাবে প্ৰবেশে করছে সটেকিয়কে লক্ষ সীমান্ত প্ৰহরী দিয়েও করি খা সম্ভব? সটে দখলদার রুশ বাহনী পারনে। ভারত শাসনকালে বর্টিশিরাও পারনে। ন্যাটো বাহনীও পারছে না। তখচ ন্যাটো সৎ পাহারাদারি দায়তি চাপাচ্ছে পাকিস্তানেরে উপর। পাকিস্তানেরে সৎ অর্ধবল, লোকবল, মনবল - কোনটাই নই। ভারতেরে সাথে তার নজিরে সীমান্ত পাহারা দতিই পাকিস্তান হিমিসীম খাচ্ছে। সম্প্ৰতিকি শাসিত্ত হওয়ায় তার দুশ্চিন্তা আরো বড়েছে। ফলে তারা কনে নজি খরচে আফগান সীমান্ত পাহারা দবি? এটি তে। আফগান সরকার ও মার্কনিদেরে কাজ। মার্কনিদেরে চাপে তাদেরে তনুগত বন্ধু জেনোরলে যো শাররফ তবুও বহু চেষ্টা করছে, কনি তু পারনে। তখচ যো শাররফেরে সৎ বর্ষখতা মার্কনি প্ৰশাসনে মনে নতি পারনে, বলেছে যো শাররফ একাজে তান তরকি ছিল না। এখন তালবানদেরে শক্তি বিধ্বরি জন্ম দোষ চাপিয়েছে পাকিস্তানেরে সরকার ও তাদেরে গে যেনে দা সংগঠন আইএসআইয়ের উপর। শেষে দকি বৃশ প্ৰশাসনেরে ক্বেতে এতটাই বড়েছিল যো শাররফেরে অপসারণেও যায় দিয়েছে। পাকিস্তানেরে তত্ঘন তরে নজিরেই বহুবার বেয়ো বর্ষণ করছে এবং বহু নরিপরাধ নরিহমানুষকে তালবান বলে হত্যা করছে। আর এভাবে পাকিস্তানেরে রাজনীতকি আরো অস্থিতিশীল করছে। পাকিস্তানেরে তত্ঘন তরে মার্কনি বেয়ো বর্ষণে পাকিস্তানেরে সার্বভৌমত্ব ঘটবে লংঘতি হলো। সটে পাকিস্তানেরে যো কোন সরকারেরে পক্ষে মনে নেওয়া অসম্ভব। এতে পাকিস্তান সরকারেরে পক্ষে তত্ঘন ত কঠনি হয়ছে মার্কনিদেরে পক্ষে নেওয়া। এতে তালবান বাহনীর রকি রটমেন্ট ও সমর্থন বড়েছে প্ৰাচীন ডাবে, এবং সটে বিব্যা যাচ্ছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানেরে রণক্বেতে রে। তালবানরা যো শুধু আফগানিস্তানেরে ৭০% দখলে

Written by ফরিদে জ় মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

নয়িছে তাই নয়, পাকসি় তানরেও সীমান্ ত প্ রদশে ও বলে্ চিস্ তানরে বশিল পাহাড়ী এলাক্ ঙ্গা নজি দখলে নয়িছে□
পাকসি় তানরে পুলশি বা প্ রশাসনরে কর্ মকর্ তাদরে প্ রবশে সথোনে তসম্ ভব□ পাকসি় তান সনোবাহনীকিওে যতে হয়
হলেকিপ্ টার গানশপি ও ভারকিামান নয়িছে□ সটেওি কয়কে দনিরে দখল জময়িে রাখার জন্ ঘ□

ন্ যাটে ার ব্ ঘর্ থতা প্ রকটি ভাবে প্ রকাশ পয়েছেে চলতিসিপ্ তাহে□ দেশেরে গ্ রামীন এলাকা ঘে হাতছাড়া হয়ে গেছেে তা নয়িে
এমনকিবিশু-ব রাউন-সারকে যী চক্ ররেও দ্ বঘিত নহে□ এমনকি ঔপনবিশেকি চতেনার খারক ব্ রটিনেরে ডেইলী টেলিগ্ রাফও তা
নয়িে দ্ বঘিত করনো□ তবে তাদরে বশি় বাস ছলি, সঘগ্ র আফগানসি় তানরে উপর নয়িন্ ত্ রণ না থাকলেওে তন্ ততঃ কাবুল ও তার
আশপোশরে এলাকার উপর ন্ যাটে া নরিাপত্ তা প্ রতষ্টি ঠা করতে পরেছেে□ এ সপ্ তাহে প্ রমাণ হল, কাবুলরে ততকিাছেওে তারা
কতটা নরিাপত্ তাহীন□ পাশ্ চাত্ য প্ রচার মাধ্ যম ছব্ ছিপছে, মটে ার সাইকলে, খে লা জপিে চেপে মে জাহদিগণ কভিাবে
কাবুল-জালালাবাদ হাইওয়ে - যা পাকসি় তানে সীমান্ তরে দকিে যাওয়ার প্ রধান সড়ক - তার আশপোশে প্ রকাশ্ যে চলাফরে
করে□ গত ১৭/০৮/০৮ তারখি কাবুল থেকে সাযান্ ঘ দু়ে ফ্ রান্ সরে ১০ জন সনৈকিকে তারা হত্ যা করছেে এবং মারাত্ মক ভাবে
আহত করছেে ২১ জনকে□ পরদকিে পাকসি় তান সীমান্ ত থেকে মাত্ র ২০ মাইল দু়ে বশিল মার্কনি ঘাট্ কি্ ঘাম্ প সালমে ার
সম্ য্ থ ভাগে হামলা হয়ছেে□ নহিত হয়ছেে ১৩ জন যারা মার্কনিদেরে জন্ ঘ করতৈ, আহত হয়ছেে আরৈ ২২ জন□ গত ৭ই
জুলাই বধি় বস্ ত হয়ছেে কাবুলরে ভারতীয় দু়তাবাস□ স্ বে মা হামলায় মারা যায় ৪১জন□

তবে ঘটই বাড়ছে প্ রতরিে া ততই মারমু খী হচ্ ছে ন্ যাটে া বাহনী□ গত ২০/০৮/০৮ তারখিে মার্কনি বাহনী হরিাত প্ রদশেরে
সনিদান্ দ জলোতে ৭৬ জন বসোমরকি নাগরকিকে হত্ যা করছেে□ নহিতদেরে যধ্ য ১১ জন মহলিা এবং ৫০ জন শশি়□ আর এ
তথ্ য প্ রকাশ করছেে আফগানসি় তানরে স্ বরাষ্ ট্ র দফতর□ তবে আল-জাজরিা স্ থনীয় ব্ যক্ তদিরে বরাত দয়িে খবর
দয়িছেে, এ হামলায় মারা গেছেে ১০০ জনরেও বশৌ□ এখন আর শূ ধ্ তদন্ ত নয়, তারা দায়ী ব্ যক্ তদিরে শাস্ তি দাবী করছেে□ এর
ক'দনি আগে ১১ই আগষ্ ট্ মার্কনি বমিান হামলায় নহিত হয়ছেে ১২ জন বসোমরকি নাগরকি□ একমাত্ র গত ৮ মাসহে তারা ১
হাজারে বশৌ বসোমরকি ব্ যক্ তকিে হত্ যা করছেে□ কথা হলৈ, এমন হত্ যা পাগল মার্কনিরা আফগানসি় তানকে গণতন্ ত্ র
ও উন্ নয়ন উপহার দবিে সটে কিকিউে বশি় বাস করবে? তন্ ততঃ আফগানরা সটে ার বশি় বাস করে না বলহে এখন তারা তাদরে
থকেহে তারা ম্ ক্ তি চায়□ আফগানদেরে কাছে জীবন বাঞ্চানই এখন বড় ইস্ য্ হয়ে দাংড়য়িছেে□

বলা হয়ে থাকে, নিউয়র্ ক ও পনে্ টাগণে ২০০১ সালরে ১ই সপে্ টম্ বর ঘে হামলা হয়ছিলি আফগানসি় তানে মার্কনি হামলার
পরকিল্ পনা হয়ছিলি তারপর□ কথাটি ঠিকি নয়□ পরকিল্ পনা হয়ছিলি নব্ বইয়রে দশকহে□ একথা সত্ য, স্ে ভয়িে রাশয়ির
লড়াইয়ে মার্কনি য্ ক্ তরাষ্ ট্ র মে জাহদিদেরে সাহায্ য করছিলি□ তবে স্ে সাহায্ য নঃশর ত্ ব ছলি না□ তাদরে আশা ছলি
স্ে ভয়িে রাশয়ির পরাজয়রে পর আফগানসি় তান তাদরে তন্ গত থাকবে□ কনি তু তালবোনদেরে ক্ যমতায় যাওয়ায় মার্কনিদেরে
স্ে প্ রত্ যাশা প্ রণ হয়না□ আর এ কারণে তাদরে অপসারণও মার্কনিদেরে লক্ ষ্ য হয়ে দাংড়ায়□ এবং সটে নিউয়র্ কে হামলার
বহু প্ র্ বইে□ সটে কিেনে গোপন বসিয়ও ছলি না□ নিউজ উইক্ ও ওয়াশিংটন প্ে স্টে তা নয়িে একাধকি নবিন্ ধ ছাপা হয়ছেে□
ওয়াশিংটন প্ে স্টে প্ রথম প্ ষ্টায় ছাপা হয়, স্ে তাইই সথোনে ১১১৭ সাল থেকে তালবোন সরকার উচ্ ছদেরে লক্ ষ্ যে কাজ
করছিলি□ ২০০১ সানরে ওরা অক্ টে বর ওয়াশিংটন প্ে স্টে খবর ছাপে, ক্ লনি টন প্ রশাসন এবং পাকসি় তানরে প্ রধান
মন্ ত্ রী নওয়াজ শরীফ ১১১১ সালহে বনি লাদনেকে হত্ যার পরকিল্ পনা করছিলি□ কনি তু সটে সিম্ ভব হয়না□ তার আগহে
জেনোরলে মে াশারফ নওয়াজ শরীফকে অপসারণ করনে□ জেনোরলে মে াশারফ আর স্ে পরকিল্ পনা নয়িে এগ্ যনা□ ইংল্ যান্ ডে
থকে প্ রকাশতি জেনে স্ ইন্ টারন্ যানাল স্কিডি়রি ২০০১ সালরে ১৫ই মার্ চ প্ রকাশতি রপিে ার্ টে জানা যায়, ভারত, ইরান ও
রাশয়ির সহযে াগতি নয়িে য্ ক্ তরাষ্ ট্ র তালবোন সরকাররে অপসারণে চষ্ টা করে□ এ লক্ ষ্ য প্ রণে য্ ক্ তরাষ্ ট্ র
তাজকিসি় তান ও উযবকিসি় তানে অবস্ থতি তাদরে ঘাট্ থকে নর্ দার্ ন ত্ যালয়নে স্কে বিপ্ল তস্ ত্ র জে াগতে থাকে□
ওয়াল স্ ট্ রীট জার্নাল ২০০০ সালরে ২রা নভম্ বর খবর দয়ে, তালবোন সরকার হটানরে লক্ ষ্ যে স্ে তাইই এ বছেে নয়ে
মার্কনি য্ ক্ তরাষ্ ট্ ররে সাবকে প্ রতরিক্ ষা উপদেষ্টা রবার্ট্ ম্ যাকফারলনেকে□ তিনি তালবিন বরিে যী সাবকে মে জাহদি
নতো আব্ দুল হক্ ও আহম্ মদ শাহ্ মাস্ দকে বছেে ননে এবং স্ে পরকিল্ পনা হয়ছিলি টু ইন টাওয়ার ধ্ বংস হওয়ার তনকে

Written by ফরিদে জ় মাছবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

আগেই কনি তু মার কনিদরে সচেষ্টাও বর্ষথ হয় কারণ, এ দুইজনই নহিত হয় তালবোন সরকারের হাতে আহমদে শাহকে হত্যা করতে সাহায্য করছিল একজন আলজেরিয়ান মোজাহদি

তন্মুদরে ঘাড়ের তপ্ত রক্তে উদ্দেশ্য সাধনই মার কনিদরে প্রথম প্রায়েরটি লক্ষ্য, নজিদেরের তর্ক ও রক্তক্ষয় কমানো। কনি তু তালবোনদের বিরুদ্ধে সচেষ্টা সফল হয়নি। ফলে নজিদেরেরই নামতে হয়েছে। এবং স্টেরি শুরুর ২০০১ সালের ৭ অক্টোবরে, টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগন বিন্ধিত হওয়ার ১ মাস পর শুরুর তই ঘে ষাণ দয়িছিলি, হামলার লক্ষ্য আল-কায়দা নতো বনি লাদনে ও তালবোন নতো মেল্লা ওমরুরে গুরফতার এবং আল কায়দোক ধ্বংস করা। কনি তু বর্গিত প্রায় ৭ বছরে সচেষ্টা তর্ক জতি হয়নি। এখন তাদেরকে গুরফতার বা হত্যা করলেও আর লাভ হবে না। একবার বোম্বা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লে তার আবশ্যিক কারণ হত্যা করে লাভ হয় না। তবে ন্যাটো বাহিনী সফল হয়েছে কয়কে লক্ষ্য নিরপরাধ মানুষ হত্যা। হাজার হাজার বোম্বা ফলেছে বসন্ত গৃহে, হাটবোজারে এমনকি বিবাহ মজলসি। সমগ্র দেশ পরণিত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। ৭ বছর লাগাতর যুদ্ধের পরও ন্যাটো বাহিনী দেশটির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়তে পারেনি। বরং কমছে তনকে। ২০০১ সালে ঘে নিয়ন্ত্রণ ছিলি, ২০০৮ সালে তা নাই। শূন্য বড়িয়েছে কবর, ধ্বংসস্থল ও পণ্ডগু মানুষের সংখ্যা। কবরে কবরে ভরে উঠছে গোরস্থানগুলো। এগুলো পরণিত হয়েছে ন্যাটো-বরং বরতার প্রতীক। ৭ বছর আগে ঘে নিরপত্তা পতে এখন সচেষ্টা তার কথা তারা ভাবতেও পারে না। এমন করিাজখানী কাবুলেও নয়।

তালবোনদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির কারণ জনসমর্থন। মাছ যমেন পানতি ইচ্ছামত সাংতার কাটে মোজাহদিরাও তমেনি জনসমর্থনের কারণে তপ্ত রক্তে রাপ্তাঘাটে মুক্তভাবে চলাফেরা করে। ফলে তালবোন ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হবে সমগ্র জনগণকে। আফগানিস্তানে মত মুসলিম দেশে জনগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা পতে হলে ঘে কন লড়াইকে শতকরা ১০০ ভাগ ইসলামি হিতে হয়। তখন সচেষ্টা সাধারণ মুসলমান শূন্য মৌখিক সমর্থনই দিয়ে না; তর্ক, সময় এবং রক্তও দিয়ে। রুশদের বিরুদ্ধে সচেষ্টা প্রমানতি হয়েছে। এখন আবার সচেষ্টা বর্তমানের প্রমানতি হচ্ছে। ইসলামে নছিক যুদ্ধ বলে কন প্রতিনিব্দ নাই। ঘটেই আছে সচেষ্টা জব্বাহিদ। মুসলমানের প্রতিনিব্দকে যমেন হালাল হতে হয়, তমেনি প্রতিনিব্দ যুদ্ধকে জব্বাহিদ হতে হয়। সচেষ্টা লার বা জাতীয়তাবাদী যুদ্ধে প্রাণদান দুই থাক সামান্য তর্কদানেও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আগ্রহ থাকে না। এটি তপচয়। এমন যুদ্ধে ঘে গদয়ে নছিক পশোদার বতেনভে গিও ধর্ম তে অঙ্কিত শূন্য সচেষ্টা লারুরে। কনি তু জব্বাহিদ সর্ব-মুসলমানের ধর্মপ্রাণ মুসলমান তখন দর্গিদিক থেকে ছুটে আসে পণ্ডগপালের মত। তারা ঘে গদয়ে নজি-খরচে। রুশ-দখলদারি আমলে একই কারণে আফগানিস্তানের জব্বাহিদে মোজাহদিরা ছুটে এসেছিলি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলো থেকে। আফগানিস্তানে আজও সচেষ্টা হচ্ছে। কারণ মুসলিম বিশ্বে এমন বর্ষক তদিরে সংখ্যা কম নয় যারা নাযায-রোযা, হজ্ব-যাকাতের পাশাপাশি ইসলামের সর্বোচ্চ ইবাদত জব্বাহিদেরে বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে ও খুঁজি। এমন ক্ষেত্রে পরলে তারা নজি উদ্ঘে গদে উড়ে আসে। ভেগলকি বাধা কন বাধাই নয়। এজন্যই তালবোন বাহিনীতে লড়াকু মোজাহদিদেরে অভাব হচ্ছে না। রুশ বাহিনীর দখলদারি আমলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলি। ন্যাটো বাহিনী সমস্যা হল তারা ইসলামের ততমৌলিকি বিন্ধিতকেও বৃততে ভুল করছে। একটা মুসলিম দেশে তমুসলিম দখলদারি এবং গণহত্যা ঘে জব্বাহিদেরে বিশুদ্ধ বধেতা দিয়ে সচেষ্টা সামান্য জ্ঞান কি মার কনিদরের আছে? এ তজ্ঞতার কারণে বৃততেই পারে না, আফগানিস্তানের জব্বাহিদে কন আরব, পাকিস্তানী, চচেনে, উজবেক বা উইগুর চাইনজি মোজাহদি লড়ছে। ভাবছে, সন্তরাপী বলে গালগিলাজ করলে বা গেষান তনোমো বের ভয় দেখলেই তাদের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। তারা ভুলে যায়, ৪০টিরও বেশী তমুসলিম দেশেরে ৭০ হাজার সনে ঘন্যাটে তার পতাকা তলে কাঞ্চে কাঞ্চে মলিয়ে লড়ছে আফগানিস্তানে। তারা নানা ভাষার ও নানা বর্ণেরে। এসছে তন্মুসলিম গেলার্ক ও বিশ্বে তন্মুসলিম কণে থেকে। ভাষা, বর্ণ ও ভুলে কন বাধাই সৃষ্টি করছে না। এমন প্য়ান-পাশ্চাত্য ঘবাদ হলে। তাদের রাজনীতি, প্রতরিক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি। এর ত্যাও গভীরে রয়েছে তাদের প্য়ান-খ্ৰিস্টবাদ। তখচ তারা ভুলে যায়, তাদের এ প্য়ান-পাশ্চাত্য ঘবাদ, প্য়ান-খ্ৰিস্টবাদ ও তার প্রতীক ন্যাটোর ঘে কাবলোয় আফগানিস্তানে সচেষ্টা প্রবল কাজ করছে সচেষ্টা প্য়ান-ইসলামিজম। ভাষা, বর্ণ বা ভেগলকি সীমারখোর উর্ধে উঠে ঘে প্রতরিক্ষা লড়াই তারা লড়ছে সচেষ্টা তাদের নছিক রাজনীতি নিয়, পররাষ্ট্রনীতি নিয়, মৌলবাদও নয়। ইসলামে এটি সর্বোচ্চ ইবাদত। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা এ দায়িত্ব পালনে শহীদ হয়ে গেছেন।

আফগানিস্তান তাকে ঘর কনি বাহিনীর যুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো। অর্থনৈতিক, মধ্য এশিয়ার তলে ও গ্যাসের খনতি যাওয়ার জন্য তাদের রাস্তা দরকার। কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার নব্য আবিস্কৃত তলে ও গ্যাস খনির পরিমাণ ৭৫% এখন ঘর কনিদের হাতে। সখলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এ এলাকার তলে ও গ্যাস নিয়ে আগার জন্য আফগানিস্তানের উপর দৃষ্টি তারা তলে ও গ্যাসের পাইপ স্থাপন করতে চেয়েছিল। তালবোনদের কৃষ্যতাথাকার কারণে সটে পেম্ভ হচ্ছিল না। এজন্য তাদেরকে হটানো জরুরী ছিল। তবে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি অনিশ্চিত। সে ভয়িত রাশিয়ার দখলদারী মুক্ত করতে গিয়ে সমগ্র আফগানিস্তান পরণিত হয়েছিল জুবহিদদের ইনস্টিটিউশনে। সে ইনস্টিটিউশন পরিচিতি ঘাটতি ছিল জুবহিদী চতেনার। ইসলামের বস্তুবাদী আদর্শ যেকোন শক্তিশালী স্টেটের পরিমাণ তারা ময়দানে দৃষ্টি ছিল। ইসলামকে দ্রুত একটি আদর্শ শক্তিশালী হিঁসাবে খাড়া করছিল। একমাত্র মক্কা-মদিনা ছাড়া ভূপৃষ্ঠের বুক আর কোন দেশে এত মৌজাহদি ও শহীদ পয়দা হয়নি। তাদের কোন ভৌগোলিক সীমারখোও ছিল না। নানা ভাষাভাষী মানুষ এখানে এক মৌহনায় এসে উপনীত হয়েছিল। ছড়িয়ে পড়ছিল কাশ্মীর, চচেনীয়া, উজবেকিস্তানসহ বহু দেশে। সে ভয়িত রাশিয়াকে পরাজিত করার পর টারগটে রূপে বহুচে নিয়েছিল ঘর কনি আধিপত্যবাদকে। পাশ্চাত্য শক্তিবিরূপ তালবোনদের এতটা ছাড় দিতে রাজী ছিল না। পাশ্চাত্যের সবার্থ ও মূল্যবোধের পরত এটিকে তারা হুমকিরূপে মনে করলে। মুসলিম দেশগুলিতে বৃহত্তর প্ৰাণদন্ড মলিব, মদ্যপানে শাস্তি হব, নষিদি হব নাচগান, উল্লেখ্যতা, বতোইনী হব, সূদী শাস্তি ও কাঙ্করবার - এমনটি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ এগুলোই তো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল শক্তি। সাম্রাজ্যের বস্তু তার না হোক, তন্তঃ এগুলিকে তারা বশি বয় করতে চায়। নইলে দুনিয়াটাই তাদের জন্য খুব ছোট হয়ে যায়। তারা চায়, বশিবকে অভিনির্মানচতিরের আওতায় আনতে না পারলেও একটি অভিনির্মান মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির আওতায় আনা। তাছাড়া তাদের বচিরণত বশি বয়। তারা যখনে যায় মদ্যপান, বৃহত্তর, সূদখেরীর ন্যায় তন্তঃ যাপন। সাথে নিয়েই যায়। বশিবের ৫৫টিরও বেশী মুসলিম দেশে সগে লনিষিদি হলে তাদের বাঁচাটাই নিরানন্দ হব। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এভাবে বশি বয় প্ৰচার করার প্ৰয়াসকে বাধা প্ৰস্তুত করছিল তালবোনরা। শুধু আফগানিস্তানেই নয়, তন্তঃ যান্য় মুসলিম দেশেও। তালবোনদের উচ্ছদে এজন্যই পাশ্চাত্য শক্তিবিরূপের কাছে ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং সটেগোপন বসিয়ও ছিল না। ঘর কনি প্ৰসেডিনেট জরাজবুশ এবং প্ৰাক্তন ব্ৰিটিশ প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্লয়ের বলছেলিনে, এটি ছিলো দুটি মূল্যবোধের যুদ্ধ, এবং ন্যাটো লড়ছে সে মূল্যবোধের বজিয়ে। একই যুক্তিতে প্ৰসেডিনেট পদপ্ৰার্থী বারাক ওবামা বলছেন, পাশ্চাত্যের মূল যুদ্ধ আফগানিস্তানে, ইরাকে নয়। ব্ৰিটিশ প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্লাউন বলছেন, আফগানিস্তান হলো আগল ফ্ৰন্টলাইন। একই মত ফ্ৰান্সের প্ৰসেডিনেট ও জার্মান চ্যান্সেলরেরও। এভাবে এ যুদ্ধ ঘর কনি যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক যুদ্ধ থাকেনি। পরণিত হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য খৃস্টান জগতের যুদ্ধে। এ যুদ্ধ জায়জে করতে গিয়ে প্ৰসেডিনেট বৃশের মুখ দিয়ে একবার ক্ৰসডে শব্দটি বের হয়েছিল। তাই যুদ্ধের শুরুতে বনি লাদেনকে হত্যা করা প্ৰায়েরটি বল যে ষণা করা হলেও আজ আর সটেগি মুখে আনা হয় না। এখন সটে শরিয়ত আইনের উচ্ছদে, জুবহিদী ইসলামের বনিশ। তালবোনদের অপরাধ শুধু এ নয় যে তারা বনি লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছিল। বড় অপরাধ হলো, শরিয়ত প্ৰতিষ্ঠা করেছিল। এবং জহোদকে বশি বয় করছিল।

এজন্যই ন্যাটোর যুদ্ধ শুধু সামরিক নয়; আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক। ইসলামের মৌলিক বশিবাসনগুলোকে মৌলবাদ বলে সগেলে রাই বলিপ্ৰতিচায়। ফলে তারা শুধু বোমার বমিান, টাংক ও গেলোবার্দ নিয়েই সখনে হাজরি হয়নি, হাজরি হয়েছে শক্তিশালী প্ৰচার মাধ্যম, স্বেচ্ছালার মডেলের স্কুল, মদ, অশ্লি ভারতীয় ও হলডিডের ছায়াছবি ও তন্তঃ যপ্বেচ্ছালার এনজিও নিয়েও। এনজিওগুলো বাংলাদেশের মহলিদদের যমেন রাস্তায় নামিয়েছে এবং লেন দেওয়ার নামে সূদখাওয়ার ন্যায় তন্তঃ জঘন্য হারাম কাজকে সাংস্কৃতিবানিয়ে ফলেছে সটে তারা আফগানিস্তানেও করতে চায়। ইসলাম এমকইজবের ন্যায় ফরয কাজেও মহলিদদের একাকী ঘেতে দেয় না। অথচ এনজিও গুলি মহলিদদের একাকী গাছ পাহারায় নামিয়েছে, দোকানে বসিয়েছে। যে মূল্যবোধের কারণে ঢাকা বা মুম্বাইয়ে পততিবৃত্তি বা বৃহত্তর যমেন শাস্তি যোগ্য অপরাধ নয় বরং আইনসিদ্ধ একটি পেশা, সটে তারা আফগানিস্তানেও দেখতে চায়। আরো দশটি পণ্যের ন্যায় নারী দেহকেও সহজে কনো-বচোর পণ্যে পরণিত করতে চায়। তাদের কাছে বৃহত্তরদের পাথর মেরে হত্যা করার আনন্দ আইন অমানবিক। তালবোনদের পরাজয়ের পর বজিযী শক্তিতাই যে ষণা দিয়েছিল, আর যাই হোক শরিয়তের আইন তারা প্ৰতিষ্ঠা করতে দবে না। হামলার লক্ষ্য যখনে নছিক বনি লাদেনে ও মৌলা ওমরের হত্যা নয় বরং ইসলামের বনিান ও মূল্যবোধের নর্মূল সটেগি সদিনে প্ৰকাশ পেয়েছিল। তাদের কথা, ইসলামকে জহাদমুক্ত করতে হব। কারণ, এ জহাদী চতেনাই পাশ্চাত্যের আধিপত্য বস্তু তারের পথে বড় বাধা। জহাদী চতেনার শক্তিতারা স্বেচ্ছাযে দেখেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। দেখেছে লবোননে। যে ইসরাইলী সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যশির, সরিয়া ও জর্দানের মলিতি বাহিনী এক সপ্তাহ টকিতে পারেনি সে ইসরাইলী বাহিনীকে তনি সপ্তাহব্যাপী রুখছে

Written by ফরিদে জে মাহবুব কামাল
Monday, 03 January 2011 17:28 -

হজিবুল্লাহ একই শক্তিবলে হামাস ইসরাইলীদের বতিড়তি করেছে গাজা থেকে। এ জব্বাহিদী চতেনা-সম্পন্ন ইসলামকে তারা বলে মৌলবাদ। মুসলমানরো কোন ধরণের অস্ত্র বানাবে বা ব্যবহার করবে স্টেটিস্মেন নির্ধারণ করতে চায় তমেনি ইসলামের কোন শক্তি থাকে গ্রহন করবে বা বর্জন করবে স্টেটি তারা নির্ধারণ করে দিতে চায়। আফগানিস্তানে ন্যাটোর যুদ্ধ কোন জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নয়, কোন জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধেও নয়। বরং স্টেটিছিলো ইসলাম ও ইসলামি মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। এখাই তালবানদের বড় সাফল্য। পপ্রিলও স্টেটিপারনেটি কাশ্মীরীরাও এ যাবত পারনেটি (অবশ্য কাশ্মীরীরা ইদানিং জাতীয়তাবাদ ছেড়ে ইসলামের দিকে আসছে। তারা এখন শ্লেগান দিচ্ছে 'আজাদীকা মতলব কয়্যা? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ') অথচ তালবানরা এ যুদ্ধকে ইসলাম ও অনসৈলামের যুদ্ধে পরণিত করেছে। পরণিত করেছে স্কেলারজিও জাতীয়তাবাদমুক্ত এক নির্ভজোল জব্বাহিদে। এমন যুদ্ধে মহান আল্লাহও তাদের পক্ষে হয়ে যান। নবীজী (সাঃ)র আমলেও এমনটিও হয়েছিলি। তালবানদের বশিবাস, আল্লাহর সাহায্য ও বজিয়তো এ পথেই সুনশিচতি হয়। কথা হলো, ন্যাটোর বমিয়নগুলো আফগানদের অসংখ্য বাড়ী-ঘর ও দোকানপাট গুড়িয়ে দিতে পারলেও এ বশিবাসকে তাক করে কটিকটিগোলাও ছুড়তে পরেছে? ২৩/০৮/০৮